তারিখ 28 JAN
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৫

সংবাদ

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রতিবেদন

৩৫ হাজার স্কুল কলেজ মাদ্রাসা জাতীয়করণ করলে অতিরিক্ত ব্যয় হবে ৩৫ হাজার কোটি টাকা

● আন্দোলনরত শিক্ষকদের তালিকা করায় ক্ষোভ

রাকিব উদ্দিন

আন্দোলনরত শিক্ষকদের দাবি অনুযায়ী দেশের সকল এমপিওভুক্ত ও নন-এমপিওভুক্ত বা স্বীকৃতিপ্রাপ্ত স্কুল কলেজ মাদ্রাসা (৩৫,৩৯৬টি) জাতীয়করণ করলে বছরে সরকারের ব্যয় হবে প্রায় ৩৫ হাজার কোটি টাকা। অথচ শিক্ষক সংগঠনগুলো বিভ্রান্তিকর তথ্য-উপাত্ত দিয়ে দাবি করছেন, জাতীয়করণ করলে সরকারের কোন অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দের প্রয়োজন হবে না। অন্যদিকে আন্দোলনের ইন্ধনে আন্দোলনরত শিক্ষকদের তালিকা প্রণয়নের উদ্যোগ নিয়ে আন্দোলনকে উসকে দিয়েছে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতর (মাউশি)। এতে চরম ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন সরকার সমর্থক শিক্ষক নেতারা। তারা অবিলম্বে মাউশির এ ধরনের অপতৎপরতা বন্ধেরও দাবি জানিয়েছেন। শিক্ষক নেতারা দাবি করেছেন, সব প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ করলে অতিরিক্ত অর্থের প্রয়োজন হবে না। এক্ষেত্রে তাদের যুক্তি হলো-প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ ছাত্র-ছাত্রীদের

জাতীয়করণ : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ৭

জাতীয়করণ : কলেজ, মাদ্রাসা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

কাছ থেকে মাসিক বেতন-ভাতা বাবদ যে পরিমাণ ফি আদায় করছে, তা সরকারি কোষাগারে জমা দেয়া হবে। এই অর্থের সাথে এমপিও খাতের অর্থ দিয়েই জাতীয়করণের পর শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন-ভাতার অর্থের সংস্থান করা সম্ভব হবে

শিক্ষকদের দাবি ও মন্ত্রণালয়ের প্রতিবেদন

'সব প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ করলে অতিরিক্ত অর্থের প্রয়োজন হবে না'- শিক্ষকদের এমন দাবির প্রসঙ্গে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে এ বিষয়ে একটি প্রতিবেদন প্রণয়ন করেছে। এতে দেখা গেছে, সারাদেশে মোট ৩৫ হাজার ৩৯৬টি এমপিওভুক্ত ও নন-এমপিওভুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আছে। মাউশি ও কারিগরি শিক্ষা অধিদফতরের অধীনে এসব প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হচ্ছে। এর মধ্যে এমপিওভুক্ত সাধারণ স্কুল ১৬ হাজার ৮৬টি ও কারিগরি স্কুল আছে ৮৫৫টি, সাধারণ কলেজ ২ হাজার ৩৬৩টি ও কারিগরি কলেজ আছে ৭২৭টি এবং মাউশি'র অধীনে এমপিওভুক্ত মাদ্রাসা আছে সাত হাজার ৫৯৮টি ও কারিগরি শিক্ষা অধিদফতরের অধীনে মাদ্রাসা আছে ১৮টি। স্বীকৃতিপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের মধ্যে মাউশি'র অধীনে স্কুল আছে ২ হাজার ৮৫৭টি, কলেজ ৯৫৩টি ও মাদ্রাসা আছে এক হাজার ৯২৩টি। কারিগরি শিক্ষা অধিদফতরের অধীনে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত স্কুল আছে এক হাজার ২১৬টি এবং কলেজ আছে ৮০০টি।

ব্যয়ের চিত্র

দেশে মোট সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় আছে ৩১৭টি। এগুলোর জন্য ২০১২-১৩ অর্থবছরে মোট বরাদ্দ আছে ৩০৩ কোটি ৯৭ লাখ ৫১ হাজার টাকা। পেনশন ছাড়া ১টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের জন্য গড়ে বার্ষিক ব্যয় হয় ৯৫ লাখ ৮৯ হাজার ১৫১ টাকা। দেশে মোট সরকারি কলেজ আছে ২৫২টি। এসব প্রতিষ্ঠানের জন্য ২০১২-১৩ অর্থবছরে মোট বরাদ্দ আছে ৫৬৬ কোটি ৭৪ লাখ ১১ হাজার টাকা। অর্থাৎ গড়ে একটি কলেজের বার্ষিক ব্যয় দাঁড়ায় দুই কোটি ২৪ লাখ ৮৯ হাজার ৭২৬ টাকা। এই হিসাবে ৩৫ হাজার ৩৯৬টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ করলে প্রতি বছর সরকারের ব্যয় হবে মোট ৪০ হাজার ১৮৯ কোটি ৫০ লাখ ৭৩ হাজার ৫২১ টাকা। আর বর্তমানে এমপিওভুক্ত সকল প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রতি মাসে সরকারের খরচ হচ্ছে ৪১০ থেকে ৪২০ কোটি টাকা। অর্থাৎ বছরে প্রায় পাঁচ হাজার কোটি টাকা খরচ হয় এমপিও খাতে।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে শিক্ষানীতি-২০১০ প্রণয়ন কমিটির সদস্য ও জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমির (নায়েম) মহাপরিচালক প্রফেসর শেখ ইকরামুল কবির সংবাদ'কে বলেছেন, 'সাড়ে তিন হাজার স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা জাতীয়করণ সহজ বিষয় নয়। এটি অবাস্তব দাবি। কারণ অনেক প্রতিষ্ঠান আছে, যেগুলোতে ২০০ ছাত্রছাত্রী নেই। সেগুলোও এমপিওভুক্ত'।

এই শিক্ষাবিদ আরও বলেন, 'শিক্ষার্থীদের মাসিক ফি সরকারি কোষাগারে দিয়ে যদি চাকরি জাতীয়করণ সম্ভব হয়, তাহলে তারা এই অর্থ এখন সরকারি খাতে জমা দিচ্ছে না কেন?' তিনি বলেন, 'সর্বোচ্চ ২০ ভাগ প্রতিষ্ঠান হয়তো জাতীয়করণ করলে ভালো করতে পারে'।

আন্দোলনকারীদের তালিকা করছে মাউশি

চাকরি জাতীয়করণের দাবিতে আন্দোলনরত সারাদেশের শিক্ষক-কর্মচারীর তালিকা তৈরি করতে গত বৃহস্পতিবার মাউশির ৯টি আঞ্চলিক কার্যালয়ের উপপরিচালককে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। গতকাল একাধিক উপপরিচালক নিজেদের আওতাভুক্ত বিভিন্ন জেলার ধর্মঘট পালনকারী শিক্ষক ও প্রতিষ্ঠানের তথ্যাবলি মাউশি'তে পাঠিয়েছেন। যদিও শিক্ষামন্ত্রী বারবার আন্দোলনরত শিক্ষকদের আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের আহ্বান জানিয়েছেন। সরকারের সুনাম ক্ষুণ্ন করার জন্য শিক্ষামন্ত্রীর মতামত ছাড়াই একটি চক্র আন্দোলনকারী শিক্ষকদের তালিকা তৈরির উদ্যোগ নিয়েছে বলে সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন।

এ বিষয়ে টেলিফোনে জানতে চাইলে মাউশি'র মহাপরিচালক প্রফেসর ফাহিমা খাতুন ফোন ধরেননি। তবে সংস্থার পরিচালক প্রফেসর সফল কান্তি মন্ডল সংবাদ'কে বলেন, 'মহাপরিচালকের নির্দেশ অনুযায়ী মাঠ পর্যায়ের কোন কোন প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট পালন হচ্ছে, শিক্ষকরা ক্লাসে আসছে কি না সে সম্পর্কে তথ্য দিতে উপপরিচালকদের নির্দেশ দিয়েছি'।

মাউশির কর্মকর্তারা জানান, শিক্ষা সচিবের নির্দেশে আন্দোলনকারী শিক্ষকদের চিহ্নিত করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। তাই উপপরিচালকদের পাঠানো তথ্য অনুযায়ী ধর্মঘট পালনকারী শিক্ষকদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এতে স্থগিত করা হতে পারে শিক্ষকদের এমপিও সুবিধা। এ বিষয়ে জানতে চাইলে শিক্ষানীতি-২০১০ প্রণয়ন কমিটির সদস্য ও শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ সংবাদ'কে বলেছেন, 'আমাদের আন্দোলনের পথ পরিহার করে ভয় দেখিয়ে শিক্ষকদের আন্দোলন দমানো যাবে না। কারণ শিক্ষকরা সরকার পতনের আন্দোলন করছে না। অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন করছে। তাই এ ধরনের সিদ্ধান্ত একেবারেই নৈতিক নয়'। প্রবীণ শিক্ষক নেতা আরও বলেন, 'মূলত সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করার জন্যই কারো পরামর্শে মাউশি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। যাতে শিক্ষকরা সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত হয়'।

শিক্ষক-কর্মচারী ফ্রন্টের সংবাদ সম্মেলন

চাকরি জাতীয়করণ, বর্ধিত বেতন স্কেলের শতভাগের হারে দেয়া, পূর্ণ চিকিৎসাভাতাসহ বিভিন্ন দাবিতে আন্দোলনের নতুন কর্মসূচি ঘোষণা করেছে শিক্ষক-কর্মচারী ফ্রন্টের নেতারা। গতকাল সকালে জাতীয় প্রেসক্লাবে এক সংবাদ সম্মেলনে সংগঠনের পক্ষে এ তথ্য জানান প্রবীণ শিক্ষক নেতা অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ। এ সময় উপস্থিত ছিলেন মোহাম্মদ শাহজাহান আলম সাজু, অধ্যাপক আসাদুল হক প্রমুখ। সংগঠনের ঘোষিত কর্মসূচির মধ্যে আছে জাতীয়করণের দাবিতে ৩০ জানুয়ারি দেশের সব উপজেলায় মিছিল, ২ ফেব্রুয়ারি সব জেলায় সমাবেশ বা মোমবাতি মিছিল, ৫ ফেব্রুয়ারি থেকে ১৪ ফেব্রুয়ারি ছাত্র-শিক্ষক অভিভাবকদের সঙ্গে গণসংযোগ।